

প্রতিভা

এলিনর মর্ডান্ট

প্রতিভা
এলিনর মর্ডান্ট



অনুবাদ • এস হক

প্রচ্ছদ • ক্যাটালগ

সহযোগিতায় • আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স

www.catalog.com.bd
info@catalog.com.bd

কপিরাইট © Catalog.com.bd

ইংরেজি মূল রচনাটি পাবলিক ডোমেইনভুক্ত। এই সংস্করণের বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা ও বিন্যাস Catalog.com.bd –এর স্বতন্ত্র সৃজনশীল কাজ। Catalog.com.bd –এর অনুমতি ব্যতীত এই বাংলা অনুবাদ বা এর বিন্যাসকৃত সংস্করণের অনুলিপি পুনঃপ্রকাশ বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয়।

বেন কোহেনের জীবনে সংগীত ছিল একমাত্র গভীর আনন্দ। লন্ডনের ক্যানিং টাউনের কাঠের গুদামে হিসাবের কাজ করতেন তিনি; চারপাশে করাতের অবিরাম শব্দ, নদীর কুয়াশা আর কাঠের গন্ধ। কিন্তু তাঁর মনে সারাক্ষণ বেজে চলত মহান সুরকারদের সংগীত। প্রথমে ওয়াগনার, পরে বাখ—শেষ পর্যন্ত বেনের মন স্থির হলো বিটোফেনের ওপর। তাঁর বিশ্বাস জন্মাল, বিটোফেনের সংগীতকে এমনভাবে বাজাতে পারবেন, যেমন ইংল্যান্ডে আর কেউ পারেনি।

বেনের শরীর ছিল দুর্বল, স্বভাব লাজুক; নিজের সংগীত ছাড়া অন্য বিষয়ে আত্মবিশ্বাস ছিল না। তাঁর মা বহু বছর ধরে কাপড় কাচা ও ইস্ত্রি করে সংসার চালিয়েছেন। বেনের চিকিৎসা ও সংগীত শেখার খরচ একসময় কাঠের ব্যবসার তরুণ অংশীদার সেয়ার বহন করেছিলেন।

এরপর বেন কাজের পাশাপাশি সামান্য উপার্জন থেকে পিয়ানো অনুশীলনের ঘর ভাড়া করতেন। মা তাঁর দারিদ্র্যের কষ্ট নিজের মধ্যে চেপে রাখতেন, তাই সংসারের প্রকৃত খরচ সম্পর্কে বেনের ধারণা ছিল খুবই কম।

একদিন নদীর সেতুর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়
বেন প্রথম দেখলেন জেনি ব্লাইকে। বাতাসে
জেনির সাদা এপ্রোন ও স্কাট উড়ে উঠেছিল;
বেনের কাছে সেই দৃশ্য ছিল অপ্রত্যাশিত এক
আবিষ্কার। জেনি ফলের কারখানায় কাজ
করত—প্রাণবন্ত, পরিপাটি, উষ্ণ স্বভাবের মেয়ে।

বেনের এক পরিচিত মেয়ের মাধ্যমে তাঁদের
আলাপ হলো। জেনি সংগীত খুব একটা বুঝত না,
কিন্তু বেনের লাজুকতা ও শিশুসুলভ আন্তরিকতা
সে সহজেই বুঝে ফেলেছিল। অল্প সময়েই
দুজনের মধ্যে ভালোবাসা গড়ে উঠল।

বেনের মনে হলো, মা ও জেনি—এই দুই নারীকে
তিনি এত ভালোবাসেন যে তাঁদের দারিদ্র্য থেকে
মুক্ত করা তাঁর কর্তব্য। কিন্তু তিনি নিজের
পরিকল্পনা তাঁদের বুঝিয়ে বললেন না। বরং কাজ
ছেড়ে দিয়ে সংগীতের সাধনায় আরও বেশি সময়
দিতে লাগলেন।

তাঁর মনে এক বিশাল ভবিষ্যতের ছবি:
বিটোফেনকে নতুনভাবে মানুষের সামনে তুলে
ধরবেন, খ্যাতি ও বিপুল অর্থ উপার্জন করবেন,
তারপর মা ও জেনিকে আর কোনোদিন কঠোর

পরিশ্রম করতে হবে না। তিনি এতটাই স্বপ্নে ডুবে
গেলেন যে তাঁদের বর্তমান কষ্ট চোখেই পড়ল
না।

বেন ঠিক করলেন, ক্ল্যাপটনের একটি হলে তাঁর
প্রথম বড় কনসার্ট হবে। সেখানে তিনি
বিটোফেনের সোনাটা বাজাবেন। অনুষ্ঠান
প্রচারের কোনো ব্যবস্থা করলেন না, কাউকে
আমন্ত্রণ জানাতেও সংকোচ বোধ করলেন।

তাঁর মনে ছিল, সত্যিকারের সংগীতপ্রেমীরা
নিজেরাই খবর পেয়ে চলে আসবেন;
বিটোফেনের সংগীতের জন্য আলাদা
বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন নেই।

এদিকে বেনের উপার্জন বন্ধ হওয়ায় তাঁর মা ও
জেনিকে অতিরিক্ত কাজ করতে হলো। তাঁরা
কাপড় ধোয়া, শুকানো, ভাঁজ করা ও ইস্ত্রি করতে
করতে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিলেন।

বেন যখন ইস্ত্রি করা কাপড়ের ওপর সংগীতের
স্বরলিপি ছড়িয়ে দিতেন, তাঁদের পরিশ্রমের কথা
না ভেবে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতেন। তাঁর মা সেই
হাসি দেখে আহত হতেন; জেনিও বুঝতে পারত,
বেন তাঁদের ভালোবাসলেও যেন তাঁদের কাছ

থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। তাঁরা দুজনেই আশা করছিলেন, কনসার্টের পর সব বদলে যাবে।

জেনি বেনের জন্য ধার করে কালো ফ্রক-কোটের ব্যবস্থা করল, মা পরিষ্কার করে দিলেন শক্ত সাদা শাট, আর জেনি তাঁকে মঞ্চে উঠে কীভাবে মাথা নত করতে হবে তাও অনুশীলন করাল। বেনের মা কনসার্টে যাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রবারের সেই দিনে কাপড়ের কাজ অসম্ভব বেড়ে গেল।

রাতভর পরিশ্রম করেও তিনি কাজ শেষ করতে পারলেন না। মুখ লাল, চোখ কাচের মতো স্থির, শরীর অবসন্ন—তবু কাপড় পুড়ে গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ভেবে তিনি কাজ ছেড়ে উঠতে পারলেন না। জেনি অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে সঙ্গে নিতে পারল না; শেষ পর্যন্ত একাই হলে রওনা হলো।

বৃষ্টি আর কুয়াশার মধ্যে জেনি দেরি করে হলে পৌঁছাল। ভেতরে ঢুকে দেখল, সারি সারি আসন একেবারে ফাঁকা। রাত আটটায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা, অথচ প্রায় পৌনে নয়টা বাজলেও

একজন শ্রোতাও আসেনি। হলের কর্মীরা আলো জ্বালিয়ে দিল। একজন কর্মী মাথা নেড়ে জেনির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, বেন নাকি তবুও বাজাতে জেদ ধরেছেন—যদিও সেখানে শুধু “ওই একজন” বসে আছে। জেনি নিজের শরীর ছাড়িয়ে দিয়ে যেন ফাঁকা আসনগুলো ঢেকে ফেলতে চাইল। তার মনে হচ্ছিল, বেন যদি মঞ্চ থেকে তাকিয়ে তাকে না দেখতে পান, তবে তিনিও ভাববেন যে সবাই তাঁকে ছেড়ে গেছে।

বেন মঞ্চে উঠলেন। ধার করা পোশাক তাঁর গায়ে ঢলঢলে, শার্টের বোতামও ঠিকমতো বসেনি; তবু তাঁর ভঙ্গিতে এমন মর্যাদা ছিল যে জেনি অভিভূত হয়ে গেল।

বেন কোনো ঘোষণা বা ব্যাখ্যা না দিয়ে বিটোফেনের কঠিন “হ্যামারক্লাভিয়ার” সোনাটা বাজাতে শুরু করলেন। সংগীতের শক্তি ফাঁকা হলটিকে যেন ভরে তুলল। জেনি সংগীতের ভাষা জানত না, কিন্তু সুরের প্রবল ঢেউ তাকে নিজের সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে গেল।

বেন এরপর আরও কয়েকটি সোনাটা বাজালেন। প্রতিটি পরিবেশনার পর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে শূন্য

আসনগুলোর দিকে মাথা নত করলেন। এক পর্যায়ে তিনি “গড সেভ দ্য কিং” বাজিয়ে শেষ করলেন, তারপর ফাঁকা হলের দিকে তাকিয়ে এক অস্বাভাবিক, টানটান হাসি দিলেন। হঠাৎ পিয়ানোর ওপর ঝুঁকে পড়ে দুই হাতের শব্দে কিবোর্ডে আঘাত করলেন এবং মাথা নামিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

জেনি আসনগুলো পেরিয়ে মঞ্চে উঠে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। সে ফাঁকা আসনগুলোর দিকে মুষ্টি তুলে চিৎকার করল, কিন্তু বেনকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলল, ওই স্বার্থপর লোকদের কথা ভাবার দরকার নেই। বেন শুধু বললেন, “তারা আসেনি! তারা বিটোফেনকে চায় না!”

হলের গ্যালারিতে একজন অপরিচিত লোক বসে ছিলেন। তিনি নীরবে হাততালি দিয়েছিলেন এবং বেনের বাজনায় সত্যিকারের প্রতিভা চিনতে পেরেছিলেন।

পরে তিনি বক্স-অফিসের লোককে বললেন, এই শিল্পীর মধ্যে এমন কিছু আছে যা মানুষ খুঁজছে; এক বছরের মধ্যে বেন চাইলে বড় বড় কনসার্ট

হলও ভাড়া করতে পারবেন। কিন্তু বেন তখন এসব কিছুই জানতেন না।

বাড়ি ফেরার পথে বেন জেনির হাত ধরে হাঁটছিলেন। তখনই জেনির কাছ থেকে জানলেন, তাঁর মা কনসার্টে আসতে পারেননি—কারণ তাঁকে সারারাত কাপড় ইস্ত্রি করতে হয়েছে। এই কথা শুনে বেনের স্বপ্নের পর্দা ছিঁড়ে গেল। তিনি প্রথমবার বুঝলেন, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য মা কতটা পরিশ্রম করেছেন। তিনি শপথ করলেন, আর কখনো সংগীত বাজাবেন না; মাকে আর একদিনও কঠোর পরিশ্রম করতে দেবেন না।

কিন্তু বাড়ি পৌঁছে তাঁরা দেখলেন, বেনের মা ইস্ত্রির ঘরের দরজার কাছে পড়ে আছেন, হাতে এখনও সেই ভারী ইস্ত্রি।

তাঁর মুখের সমস্ত ক্লান্তি যেন থেমে গেছে; তিনি মারা গেছেন। একটি শিশুর জামা তখনও ইস্ত্রি করা বাকি ছিল—বাকি সব কাজ শেষ।

জেনি মাকে পরিষ্কার কাপড়ে জড়িয়ে দিল, আর বেন কবর দেওয়া পর্যন্ত শোকে ও আত্মগ্লানিতে ভেঙে পড়ে তাঁর পাশে বসে রইলেন।

মায়ের মৃত্যুর পর বেন নিজের সমস্ত স্বরলিপি
জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলতে চাইলেন। তাঁর
বিশ্বাস, সংগীতের পেছনে ছুটে না বেড়ালে মা
হয়তো এখনও বেঁচে থাকতেন।

জেনি তাঁকে বিয়ে করে সংসার দেখাশোনা
করবে—এটাই তখন তাঁদের পরিকল্পনা। কিন্তু
মায়ের শেষকৃত্যের পরদিন দরজায় সেই দুই
অপরিচিত লোক এলেন।

তাঁদের একজন আগের রাতের শ্রোতা; তাঁরা
বেনকে আবার কনসার্ট করতে বললেন এবং
প্রচার, আয়োজন ও দর্শক জোগাড়ের সব দায়িত্ব
নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন।

বেন প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেন; কিন্তু তাঁরা যখন
“হ্যামারক্লাভিয়ার”-এর কথা তুললেন, তাঁর চোখ
জ্বলে উঠল। সংগীতের সেই বিস্ময়কর শক্তি
তাঁর ভেতরে এখনও জীবন্ত।

জেনি রান্নাঘরে গিয়ে মেঝে ঘষতে শুরু
করেছিল—মায়ের মতোই সংসারের কাজ
সামলাতে। বেন এসে জিজ্ঞেস করলেন,
সংগীতের কাগজগুলো কি পুড়িয়ে ফেলা
হয়েছে। জেনি নিচের তাক থেকে সেগুলো বের

করে দিল। সে স্বীকার করল, কাগজগুলো ফেলে
দিতে পারেনি; মনে হয়েছিল বেন আবার
সেগুলো চাইবেন। বাইরে যেতে যেতে এক
লোক মন্তব্য করল, জেনি সাধারণ মেয়ে,
প্রতিভাবান স্বামীর পথে বাধা হতে পারে।

অন্যজন তাকে থামিয়ে বলল, “ভুল করছ—
প্রতিভাবানের জন্য এমন স্ত্রীই দরকার; যে তাকে
খাওয়াবে, দেখবে, আগলে রাখবে।” গল্পের
শেষে বেনের সংগীতের ভবিষ্যৎ আবার খুলে
যায়, আর জেনির নিঃশব্দ ভালোবাসা সেই
প্রতিভাকে বাস্তব জীবনের মাটিতে ধরে রাখে।

